দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 02 OCT 2002
পৃ ২ কলাম ১০

কেমন ছাত্র রাজনীতি চাই শীর্ষক সংলাপে আলোচকবৃন্দ

সরকারী ও বিরোধী দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা নেত্রীদের সন্তানরা দেশে লেখাপড়া করে না

স্টাফ রিপোর্টার ঃ 'কেমন ছাত্র রাজনীতি চাই' শীর্ষক জাতীয় সংলাপে আলোচকগণ বলেছেন, সরকারী ও বিরোধী দলের শীর্ষস্থানীয় বেশীরভাগ নেতানেত্রীর সন্তান বাংলাদেশে লেখাপড়া করে না। তাই এদেশের শিক্ষাঙ্গণগুলো কেমন চলছে, এগুলোর সমস্যা কি- তা নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই। আলোচকগণ দেশের শিক্ষাঙ্গণগুলোয় অশান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টিতে দলীয় লেজুড়বৃত্তিকারী ছাত্র সংগঠনগুলোকে দায়ী করার পাশাপাশি আধিপত্যবাদী চক্রান্তকেও এ জন্য অভিযুক্ত করেন। তারা বলেন, বাংলাদেশে শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হবার কারণেই হাজার হাজার ছাত্র বিদেশে চলে যাচ্ছে লেখাপড়ার জন্য। আর এতে দেশ থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে প্রায় ৪শ' ৫০

৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

শীর্ষস্থানীয় নেতানেত্রীদের সন্তানরা দেশে লেখাপড়া করে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কোটি টাকার কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা।

গতকাল 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফাউন্ডেশন' জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স রুমে উল্লেখিত জাতীয় সংলাপের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, ডঃ শমশের আলী, শিরীন আখতার, মেজর জেনারেল (আ.) আমসা আমীন ও অধ্যাপক জাফরুল ইসলাম চৌধুরী। আরও উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য, হায়দার আকবর খান রনো, বিএনপি স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য কেএম ওবায়দুর রহমান এমপি, এনজিও নেত্রী খুশী কবির প্রমুখ। অবশ্য সময় স্বল্পতার কারণে পরবর্তীতে আরেকদিন একই বিষয়ে সংলাপের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় এরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেননি।

প্রধান অতিথি ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, এদেশের ইতিহাসে '৫২'র ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণআন্দোলন, শিক্ষানীতি আন্দোলন ও এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ছাত্ররা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। তবে তখন ছাত্র আন্দোলন বলা হত, এখন বলা হয় ছাত্র রাজনীতি। মন্ত্রী শিক্ষাঙ্গনগুলোয় শিক্ষার পরিবেশে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় একটি অপশক্তির ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের অন্য দেশে পড়তে যাওয়ায় বাধ্য করা। তিনি সকল দল ও মতের উর্ধ্বে ওঠে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

আ'লীগ নেতা ও সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী বলেন, সরকারী ও বিরোধী দলের শীর্ষস্থানীয় বেশীরভাগ নেতার সন্তানরা এদেশে লেখাপড়া করে না। ফলে তাদের দেশের শিক্ষাঙ্গন, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ নিয়ে ভাবার কোন গরজ নেই। তিনি ছাত্র রাজনীতে বন্ধ করা সম্ভব নয়- উল্লেখ করে বলেন, টেন্ডার খারাপ নয়, টেন্ডারবাজি খারাপ। তাই ছাত্র রাজনীতিতে প্রবিষ্ট মন্দ দিকগুলো দূর করতে হবে- ছাত্র রাজনীতি নয়। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন ছাত্র রাজনীতি বলতাম না, বলতাম ছাত্র আন্দোলন। আমাদের অনেকে হারমোনিয়াম পার্টি বলে ব্যঙ্গ করত, কিন্তু ছাত্র ইউনিয়ন যে ধারা শুরু করে তা থেকে বিচ্যুৎ হওয়াতেই আজ যত বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে। তিনি সেক্যুলার বেসিসে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার আহবান জানিয়ে বলেন, সমাজ বিপ্লবের কোন বিকল্প নেই।

ড. শমশের আলী বলেন, ছাত্রদের উপদেশ দিয়ে শিক্ষকরা যদি দলের লেজুড়বৃত্তি করে তাহলে কোনভাবেই পরিস্থিতির পরিবর্তন আশা করা যায় না। তিনি বিদেশে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের পিছনে বছরে ৪শ' ৫০ কোটি টাকার সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, দেশে আমরা সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারিনি বলেই শিক্ষার্থীরা বিদেশে চলে যাচ্ছে। মে. জে. আমসা আমিন বলেন, কেমন ছাত্র রাজনীতি চাই- বলার পূর্বে কেমন জাতীয় রাজনীতি চাই, তা আমাদের ঠিক করতে হবে।